যুব উদ্যোক্তা নীতিমালা ২০২৫

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমিকা

- বাংলাদেশের জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ যুব। গড় বয়স ২৭, অর্থাৎ বাংলাদেশের অর্ধেক জনসংখ্যা এর চেয়ে কম বয়সী। জনসংখ্যার দিক থেকে এটি যুবদের দেশ। এটি এমন একটি দেশ যা অসম্ভবকে সম্ভব করতে এবং স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে প্রস্তুত।
- বাংলাদেশের যুব সম্প্রদায় এই দেশকে সীমাহীন মানবিক শক্তি, সৃজনশীলতা এবং উদ্যোক্তাদের একটি দেশে পরিণত করেছে। বিশ্ব মঞ্চে দ্রুত অগ্রগতির সম্ভাবনা সহ প্রযুক্তিকে দ্রুত গ্রহণের জন্য একটি গন্তব্য হিসাবে বাংলাদেশ আজ পরিচিত। পরিবর্তনের জন্য এই জাতির একটি অন্তর্নির্মিত ক্ষুধা আছে। তরুণরা ২০২৪ সালের জুলাই মাসে একটি ফ্যাসিবাদী শাসনের পতন ঘটাতে একটি গন-অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিয়েছিল যা নাগরিকদের সমস্ত মানবাধিকার কেড়ে নিয়েছিল এবং দেড় দশক ধরে দেশকে লুণ্ঠন করেছিল। সমগ্র জাতি অভ্যুত্থানে যোগ দেয় এবং একটি নতুন বাংলাদেশ গঠনে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়।
- সরকার দেশে বিরাজমান সামাজিক, পরিবেশগত এবং অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে দেশের যুবসমাজকে ক্ষমতায়নের গুরুত্ব স্বীকার করে। জনসংখ্যাগত সুবিধা লাভের জন্য বিভিন্ন সরকারী উদ্যোগ তরুণদের উদ্যোক্তা বাজার এবং শ্রম বাজারের প্রয়োজন অনুসারে বিশেষ দক্ষতায় সজ্জিত করছে, যার ফলে সৃজনশীলতা এবং শালীন কাজের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান সংখ্যক যুবক উদ্যোক্তা হয়ে উঠছে। তাদের উত্সাহিত এবং সমর্থন করার জন্য সরকারী নীতিতে সমস্ত মনোযোগ দেওয়া উচিত। শহর ও গ্রামাঞ্চলে যুবক-যুবতীদের তহবিল, প্রশিক্ষণ, প্রাসঙ্গিক আইন ও বিধি-বিধান প্রদান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা তাদের দক্ষ ও সফল উদ্যোক্তা হিসেবে রূপান্তরিত করার জন্য প্রয়োজন।

ভূমিকা

- বাংলাদেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ দেশে শিল্প উন্নয়নে সীমিত অগ্রগতির ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। প্রতি বছর প্রায় ২.২ মিলিয়ন যুবক শ্রম বাজারে প্রবেশ করে, কিন্তু সরকারী এবং বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রের সম্মিলিত ক্ষমতা মাত্র ১.২ মিলিয়নের কিছু বেশি কর্মসংস্থান দিতে পারে। তরুণদের শুধু শ্রমবাজারে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। নীতিনির্ধারকদের মতে চাকরিপ্রার্থীদের মতো তরুণদের সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তা হিসেবেও বিবেচনা করা উচিত। নতুন উদ্যোক্তা তৈরি করা আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী করার মূল চাবিকাঠি এবং সেইসাথে এটা ভবিষ্যত নিয়োগকর্তাদের জন্য চাকরিপ্রার্থীদের জন্য জায়গা তৈরি করার দ্বার উন্মোচন করে।
- শিক্ষা, কর্মভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং উদ্যোক্তা উন্নয়নে সময়োপযোগী কৌশল এবং উপযুক্ত বিনিয়োগের মাধ্যমে আমরা আমাদের বেকার যুবকদের উদ্যোক্তায় রূপান্তরিত করতে পারি। দেশের সকল জেলা জুড়ে লিঙ্গ নির্বিশেষে যুবকদের প্রয়োজন-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং তহবিল প্রদানের মাধ্যমে আমরা একটি প্রজন্মকে চাকরিপ্রার্থীদের পরিবর্তে চাকরি-সৃষ্টিকারী হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করতে পারি। এই উদ্যোগটি শুধু যুবকদের শহুরে কেন্দ্রে নিজেদেরকে স্থানান্তরিত করার অভিরুচি কমাতে সাহায্য করবে না বরং গ্রামীণ অর্থনীতিকে শহুরে অর্থনীতির সাথে একীভূত করতে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখবে।
- এই প্রেক্ষাপটে যুব উদ্যোক্তা নীতি ২০২৫ প্রণয়ন করা হচ্ছে, যার লক্ষ্য হলো উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুব উদ্যোক্তাদের চিহ্নিত করা এবং তাদের ব্যবসা শুরু এবং মূল্যায়ন করার জন্য প্রশিক্ষণ ও অর্থায়ন সহ ব্যাপক সহায়তা প্রদান করা।

লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য

- উদ্ভাবন এবং উদ্যোক্তাদের প্রচারের মাধ্যমে সামাজিক, অর্থনৈতিক, এবং পরিবেশগত অগ্রগতির মূল চালক হিসাবে যুবক, ছেলে এবং মেয়ে উভয়কে ক্ষমতায়ন করা;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াগুলিতে তাদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে প্রশাসনিক এবং সামাজিক উন্নয়নে যুবকদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা;
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) অর্জনের উপায় হিসেবে সফল উদ্যোক্তা তৈরিতে সহায়তা করা;
- সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তরুণ উদ্যোক্তাদের অবদানকে স্বীকৃতি দেয়া এবং উদযাপন করা। একইসাথে জাতি গঠনে এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে তাদের সম্পৃক্ততাকে উৎসাহিত করা;
- যব উদ্যোক্তাদের মধ্যে সামাজিক, গণতান্ত্রিক এবং ধর্ম নিরপেক্ষ মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা, এবং তাদেরকে সমাজে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে এবং জনকল্যাণের জন্য অবদান রাখতে প্রস্তুত করা;

লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য

- যারা উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগ খুঁজছেন, যারা তাদের চাকরি হারিয়েছেন বা বর্তমানে বেকার বা তাদের কর্মজীবনের পথ সম্পর্কে নিশ্চিত নন এমন প্রতিভাবান যুবকদের নির্দিষ্ট সহায়তা প্রদান করা, এবং সেইসাথে প্রতিবন্ধী, সুবিধাবঞ্চিত, এবং বেকার যুবক-যুবতীদের তাদের আত্ম-কর্মসংস্থানে নিশ্চিত করার যাত্রা সহজতর করা;
- নারীদের যারা সুযোগ খুঁজছেন-বেকার বা গৃহিণী, যারা তাদের নিজস্ব উদ্যোগ তৈরি করতে চাইছেন তাদের সহায়তা করা;
- ফ্রিল্যান্সার বা এক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানকে লক্ষ্য করে কার্যক্রম শুরু করা যাতে তারা আরও ব্যবসা পেতে পারে, বিশেষ করে বিদেশ থাকা প্রবাসী সম্প্রদায়ের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারে, এবং বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশীদের সাথে অংশীদারিত্ব বা যৌথ-উদ্যোগ ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করতে পারে;
- যুব উদ্যোক্তাদের তাদের কর্মসংস্থান বাড়াতে এবং বৈশ্বিক শ্রম বাজারের চাহিদার সাথে তাদের দক্ষতার সমন্বয় করতে বিশ্বব্যাপী প্রাসঙ্গিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা; এবং
- যুব উদ্যোক্তাদের প্রযুক্তি-ভিত্তিক শিক্ষা, প্রযুক্তিগতভাবে অগ্রগামী এবং স্থানীয় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান রাখে এমন পণ্য তৈরি করতে উত্সাহিত করার মাধ্যমে সৃষ্টিশীলতার প্রচার করা।

বাস্তবায়ন কৌশল:

আওতা নির্ধারণ: যুব উদ্যোক্তাদের চিহ্নিত করার জন্য একটি ডাটাবেজ তৈরি করা হবে। ডাটাবেসে অন্তর্ভুক্ত হবে:

- যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে যে কোন ট্রেডে প্রশিক্ষণ শেষে প্রকল্প শুরু করেছেন এবং আত্ম-কর্মসংস্থান তৈরি করেছেন এমন যুব;
- যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ব্যতীত অন্যান্য সরকারী বা বেসরকারী সংস্থা সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং আত্ম-কর্মসংস্থান তৈরি করেছেন এমন যুব;
- প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ছাড়াই স্বাধীনভাবে প্রকল্প শুরু করেছেন এবং আত্ম-কর্মসংস্থান তৈরি করেছেন এমন যুব;
- বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশী প্রবাসী এবং মজুরি উপার্জনকারী যারা বাংলাদেশে এঞ্জেল-ইনভেস্টর বা জয়েন্ট-ভেঞ্চার ব্যবসায়িক অংশীদার হিসাবে বিনিয়োগ করতে চান।

যুব উদ্যোক্তা পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র: এই মন্ত্রণালয়ের আওতায় একটি যুব উদ্যোক্তা পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হবে। এই কেন্দ্রটি নিম্নলিখিত বিষয়ে গুরুত্বারোপ করবে:

- সারা দেশে যুব উদ্যোক্তাদের চিহ্নিত করা;
- সব বয়সের যুব উদ্যোক্তাদের সাথে সমন্বয় করা;
- দেশের যুব উদ্যোক্তাদের হাইলাইট করে গবেষণা প্রতিবেদন এবং প্রকাশনা তৈরি করা;
- সফল বিদেশী উদ্যোক্তাদের উদাহরণ বিশ্লেষণ করা এবং স্থানীয়ভাবে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি প্রয়োগ করা;
- উদ্যোক্তাদের সুবিধা, চ্যালেঞ্জ, এবং বহুমুখী নিয়ে নিরন্তর গবেষণা পরিচালনা করা;
- যুব উদ্যোক্তাদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ; এবং
- যুব উদ্যোক্তাদের কাজের প্রভাব পরিমাপ এবং যোগাযোগ করা, যেমন সৃষ্ট

বাস্তবায়ন কৌশল:

বাস্তবায়ন কৌশল:

উদ্যোক্তা মেলা আয়োজন: এই মন্ত্রণালয়ের দিক নির্দেশনায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে বার্ষিক উদ্যোক্তা মেলা আয়োজনের জন্য মাঠ প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করবে। উপরন্তু এই উদ্যোগটির মধ্যে নিম্ন পদক্ষেপসমূহ অন্তর্ভূক্ত করা হবে:

- - যুব উদ্যোক্তাদের দ্বারা তৈরি পণ্য বিক্রয় সমর্থন করার জন্য ‘যুব শপ’ স্থাপন করা,
- - বিভিন্ন স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় মেলার আয়োজন করা;
- - বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সাথে অংশীদারিত্বে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ সংক্রান্ত মেলার আয়োজন, এবং
- - প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এসব মেলায় যুব উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

বাস্তবায়ন কৌশল:

বাজার অনুসন্ধান:

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শে এবং মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বাংলাদেশী তরুণ উদ্যোক্তাদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্য এবং সেবা সমূহের জন্য দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারগুলি ক্রমাগত অনুসন্ধান করবে। বাজারে প্রবেশের প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, এবং স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সাথে দেখা করার জন্য আন্তর্জাতিক ক্রেতা এবং আমদানিকারকদের বাংলাদেশে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাবে, বা বাংলাদেশে এবং বিদেশে ম্যাচ-মেকিং ইভেন্টের আয়োজন করবে।

বাস্তবায়ন কৌশল:

উদ্যোক্তাদের পুঁজি সরবরাহের ব্যবস্থা:

- যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক একটি স্বতন্ত্র সামাজিক ব্যবসা হিসেবে ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল প্রতিষ্ঠা করে সহজ শর্তে এবং স্বল্প সুদে ঋণ প্রাপ্তিতে উদ্যোক্তাদের সহায়তা করা হবে। বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক, এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফার্ম, ট্রাস্ট ফান্ড ইত্যাদিকে বিনিয়োগ করার আমন্ত্রণ জানানো হবে। উদ্যোক্তাদের ঋণ সহায়তা প্রদানের জন্য বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হবে, যেমনটি কৃষকদের সহায়তা করার জন্য কৃষি ব্যাংকগুলি করে।
- যুবকদের তাদের উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য স্টার্টআপ মূলধনের ব্যবস্থা করার জন্য সব ধরনের সহায়তা প্রদান করা হবে।
- যুব উদ্যোক্তাদের জন্য মূলধন সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তহবিলের ব্যবস্থা করা হবে।
- যুব উদ্যোক্তা-নেতৃত্বাধীন ব্যবসায় বিনিয়োগের সুবিধার্থে, দেশের বর্তমান আইনগুলি পর্যালোচনা করা যেতে পারে বা ইক্যুইটি বিনিয়োগ, ঋণ এবং মিনি-জয়েন্ট ভেঞ্চার প্রকল্পের সুবিধার্থে নতুন আইন স্থাপন করা যেতে পারে।

বাস্তবায়ন কৌশল:

- কর রেয়াত বা অব্যাহতি: উদ্যোক্তাদের পণ্য বা সেবা উৎপাদনের কাঁচামাল বা অন্যান্য পণ্য আমদানির প্রয়োজন হলে কর ও শুল্ক অব্যাহতি দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে। উৎপাদিত পণ্য রপ্তানিতেও একই ধরনের সহায়তা দেওয়া হবে। এছাড়া উদ্যোক্তাদের ট্যাক্স ও ভ্যাট সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
- প্রশিক্ষণ এবং বুট ক্যাম্প: আগ্রহী সম্ভাবনাময় যুবদের তহবিল সংগ্রহ, বিপণন এবং ব্র্যান্ডিং, জনসংযোগ, ব্যবসায়িক আইন, অর্থ ও হিসাবরক্ষণ বিষয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। উপরন্তু, তাদের প্রকল্প বাস্তবয়নের জন্য উদ্যোক্তাদের প্রস্তুত করতে জেলা ভিত্তিক বুট ক্যাম্পের আয়োজন করা হবে।
- উদ্যোক্তা দক্ষতা উন্নয়ন: আগ্রহী যুবদের উদ্যোক্তা হিসেবে রূপান্তর করতে তাদের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। উপযুক্ত সহায়তাকারী ব্যক্তিরা তাদের চাহিদার ভিত্তিতে যুব উদ্যোক্তাদের পরামর্শ দিতে পারেন যাতে তারা তাদের ব্যবসা সফলভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

বাস্তবায়ন কৌশল:

- বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংযোগ স্থাপন: সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিদ্যমান গবেষণা কার্যক্রমের পাঠ্যসূচিতে উদ্যোক্তা উন্নয়নকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। উদ্যোক্তা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিল্পের মধ্যে সংযোগকেও উৎসাহিত করা হবে।
- ৩.১০ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং নেটওয়ার্ক: প্রচলিত প্রযুক্তি এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে সারাদেশের সকল উদ্যোক্তাদের একটি একক প্ল্যাটফর্মে আনার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এই প্ল্যাটফর্মটিতে সফল স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক উদ্যোক্তা, পেশাদার এবং বেসরকারি খাত এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে যাতে তারা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে।
- উদ্বুদ্ধকরণ: উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে এবং উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যুব উদ্যোক্তা পুরস্কার প্রবর্তন করা হবে। সফল উদ্যোক্তা এবং বিনিয়োগকারীদের প্রতি বছর জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ইভেন্টের মাধ্যমে স্বীকৃতি দেওয়া হবে।

বাস্তবায়ন কৌশল:

নীতিমালা বাস্তবায়ন কমিটি:

- (ক) এই নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে একটি স্টিয়ারিং কমিটি এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হবে।
- (খ) যুব উদ্যোক্তা সৃজন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে একটি জেলা যুব উদ্যোক্তা সমন্বয় কমিটি গঠন করা হবে। কমিটির সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক।
- গ) উপজেলা পর্যায়ে যুব উদ্যোক্তা সৃষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে একটি উপজেলা যুব উদ্যোক্তা সমন্বয় কমিটি গঠন করা হবে। কমিটির সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা।

পর্যবেক্ষণ এবং তত্ত্বাবধান:

- যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের স্থানীয় কার্যালয়গুলি যুব উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য নিয়মিত তদারকি করবে এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবে। পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে একটি রিপোর্টিং সিস্টেম স্থাপন করা হবে।
- অন্যান্য সুবিধা:
- প্রাথমিক ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তিতে যুব উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান করা হবে এবং বাণিজ্যিক কার্যালয়ের ব্যবস্থা করা হবে।
- প্রাথমিক ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তিতে যুব উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান করা হবে এবং বাণিজ্যিক কার্যালয়ের ব্যবস্থা করা হবে।

উদ্যোক্তাদের স্বীকৃতি:

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান/অফিস/সংস্থা থেকে দক্ষতা বৃদ্ধি বা উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং মূলধন সহায়তা পাওয়ার পর সফলভাবে নিম্নলিখিত বিষয়াদি সম্পূর্ণ করে এবং তাদের প্রকল্পকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে উন্নীত করে তারা উদ্যোক্তা হিসাবে স্বীকৃত হবে:

01 **ট্রেড লাইসেন্স;**

Description of a primary heading

02 **টিআইএন (ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর);**

Description of a primary heading

03 **ভ্যাট নিবন্ধন**

Description of a primary heading

04 **ব্যবসার জন্য একটি সাইনবোর্ড স্থাপন**

Description of a primary heading

05 **ন্যূনতম ২ জন কর্মী;**

Description of a primary heading

06 **হিসাব এবং ব্যালেন্স শীট রক্ষণাবেক্ষণ; এবং**

Description of a primary heading

07 **ন্যূনতম মাসিক গড় প্রাপ্তি ৫0,000 টাকা।**

Description of a primary heading

বাস্তবায়ন পরিকল্পনা এবং পর্যবেক্ষণ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সরাসরি এই নীতি বাস্তবায়ন করবে এবং বিস্তারিত স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এই নীতি বাস্তবায়নের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে এবং বিভাগটি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করবে। এই নীতিতে কোনো সংযোজন, বাদ বা পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় সংশোধনের উদ্যোগ নেবে। এই নীতির আগে এবং এই নীতি গৃহীত হওয়ার পরে স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত সমস্ত যুব উদ্যোগকে এই নীতির অধীনে তৈরি করা হয়েছে বলে বিবেচিত হবে এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া হবে। তারা নীতিতে বর্ণিত সমস্ত সহায়তা পাওয়ার অধিকারী হবেন।

ধন্যবাদ